



মানবসম্পদ বিভাগ প্রতষ্ঠানরে জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে

লেখক: ড. মোশাররফ হোসেন | প্রকাশিত: 15 August 2026, 03:06 AM | বিভাগ: এইচআরএম



বাংলাদেশে অনেকে প্রতষ্ঠানে একটি সাধারণ সমস্যা হলো এই বিভাগ কভাবে প্রতষ্ঠানরে জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে তা ম্যানেজমেন্ট বা মালিকপক্ষ হয় উপলব্ধি করতে পারে না, নয়তো বিষয়টি বুঝে না। অধিকাংশ সময় প্রতষ্ঠানরে ফাইন্যান্স, মার্কেটিং, প্রোডাকশন বা সেলস ডিপার্টমেন্টরে প্রতষ্ঠানরে জন্য ভ্যালু সৃষ্টি যভাবে সহজে চোখে পড়ে মানবসম্পদ বিভাগরে কাজগুলো সভাবে চোখে পড়ে না। এই না পড়ার একটি বড় কারণ হলো অন্যান্য প্রতষ্ঠি বিভাগরে কাজ অ্যাকটিভি ধরনরে। অন্যদিকে, মানবসম্পদ বিভাগরে কাজ প্যাসিভি ধরনরে। মানবসম্পদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে প্রতষ্ঠানে এই বিভাগরে গুরুত্ব বুঝা বশে কষ্টকর।

প্রতষ্ঠানরে কর্মীরা ব্যবসা পরিচালনা করে। আর ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্মী নিয়োগ করতে হয়। মনে করুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হলো। অনলাইন পদ্ধতি চালু করছে মানবসম্পদ

বভিগ। এ পদ্ধতি চালু করার ফলে কাগজরে ব্যবহার কমবে যাবে। কোনো পোস্টাল খরচ হবে না। আবদেনপত্র বাছাই করতে সময় কম লাগবে। সামগ্রিকভাবে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হবে। অর্থরে সাশ্রয় হলে তা নটি মূনাফা বৃদ্ধিকরবে। প্রতষ্ঠানরে আরে একমাত্র উৎস বক্রয়। কনিত্তু বক্রয় হলেই সটো নটি মূনাফাকে ইঙ্গতি করে না। কারণ বক্রয়মূল্য থেকে অনকে খরচ বাদ দিয়ে নটি মূনাফা নরিণয় করা হয়। আবার প্রতষ্ঠান কখনো কখনো লোকসান দিয়েও পণ্য বক্রিকরতে পারে। তাই বক্রয় হলেই সটো নটি মূনাফাকে বাড়িয়ে দেবে এমনটি মনে করার কোনো নই। কনিত্তু যেকোনো প্রকার সাশ্রয় নটি মূনাফার বাড়িয়ে দেয়। অনলাইন পদ্ধতিতে নয়িগ প্রক্রিয়া চালু হলে প্রতষ্ঠানরে অনকে ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। কোনো কোনো ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করাও সম্ভব। কখনো কখনো প্রতষ্ঠানরে স্ট্রাকচারও পরবর্তন হতে পারে। মানবসম্পদ বভিগ একটি “টল স্ট্রাকচার” প্রতষ্ঠানকে “ফ্লাট স্ট্রাকচার” প্রতষ্ঠানে রূপান্তর করতে পারে। ফলে প্রতষ্ঠানে লয়ার কমবে যাবে যা প্রতষ্ঠানরে কর্মী সংখ্যা কমাতে সহায়তা করবে। পূর্বরে বশেি সংখ্যক কর্মীর পরবর্তে কম সংখ্যক কর্মী দ্বারা প্রতষ্ঠান চালানো সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে মানবসম্পদ বভিগরে ভূমিকা অগ্রগণ্য হলেও তা সহজে অনুময়ে হয় না।

একজন যোগ্যকর্মীই পারে প্রতষ্ঠানরে জন্য সাফল্য বয়ে আনতে। প্রতষ্ঠানরে জন্য যোগ্যকর্মী বাছাই করা মানবসম্পদ বভিগরে দায়িত্ব। নয়িগকৃত কর্মীদের প্রশিক্ষণরে প্রয়োজন হতে পারে। আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি সাথে পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে। এসব কাজ মানবসম্পদ বভিগ করে থাকে। এ সকল কাজরে মাধ্যমে প্রতষ্ঠানে কর্মীর প্রোডাকটিভিটি বাড়বে। অপারশেন কষ্ট কমবে আসবে যা নটি মূনাফাকে বাড়াতে সাহায্য করবে।

চইন অব কমান্ড না থাকলে প্রতষ্ঠানরে পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মানবসম্পদ বভিগ প্রতষ্ঠানে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া কর্মীদের মধ্যে টিমবল্ডিং ধারণা সৃষ্টি করে। সাফল্য লাভরে জন্য টিমওয়ার্ক প্রয়োজন। টিমবল্ডিং এবং টিমওয়ার্ক এ দুটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বভিগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতষ্ঠানে এ দুটির চর্চা যত বেশি হবে প্রতষ্ঠান সামনরে দিকে তত এগিয়ে যাবে।

একটি প্রতষ্ঠানে বেশে কয়েকটি বভিগ থাকতে পারে। প্রতটি বভিগরে নজি নজি সাফল্যও থাকতে পারে। যমেন, ব্র্যান্ড ডিভিশন থেকে প্রতষ্ঠানরে জন্য তরৈ একটি বিজ্ঞাপন মানুষরে নকিট বেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। হিসাব বভিগ কিছু অপয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করে ম্যানজমেন্টরে বাহবা পতে পারে। বক্রয় বভিগ বক্ররি লক্ষ্য পূরণ করে খোশমজোজে থাকতে পারে। গবেষণা ও উন্নয়ন বভিগ একটি ভালো পণ্য উদ্ভাবন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। মার্কেটেিং বভিগ কার্যকর কোনো কৌশল প্রয়োগ করে চমক দেখাতে পারে। কনিত্তু এই প্রতটি বভিগরে কাজরে সাফল্যরে পছেনে মানবসম্পদ বভিগরে সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। কারণ, প্রতটি বভিগে যোগ্য লোক নয়িগ দেওয়া হয়েছে

বলছে তাঁদের পক্ষে সাফল্যের সড়িঁপাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই সত্য়টি অনকে প্রতস্থিঠানরে ম্য়ানজেমেন্ট বুরূতে চায় না অথবা বুরূওে না।

প্রশ্ন হলো, কোনো প্রতস্থিঠান কী মানবসম্পদ বভাগ ছাড়া চলতে পারে? এর উত্তর হলো, কোনো বড় বা ভালো প্রতস্থিঠান চলতে পারে না। তবে, কোনো কোনো প্রতস্থিঠান চলতে পারে একটি নিরুির্দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত। যমেন, একজন এমবিবিএস ডাক্তার একটি সীমা পর্যন্ত রোগীর চকিৎসা করতে পারনে। কনিত্তু, রোগ যদি জটলি হয় তাহলে একটি পর্যায়ে বশিষেজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন হবো। এখানওে বশিয়টি তদ্রূপ। এ কারণে প্রতস্থিঠানে একটি যোগ্য মানবসম্পদ বভাগ থাকলে তা প্রতস্থিঠানরে জন্য় সাফল্য ছাড়া অন্যকছু বয়ে আনতে পারে না।

লখোর বশিয়বস্তু একান্তই লখেকরে নজিস্ব মতামত।